প্রথম অধ্যায় : ইতিহাসের ধারণা

- ইতিহাস মানেই চিরাচরিত ভাবে সেই রাজ রাজাদের কাহিনী। তাদের ব্যাক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক, সামাজিক সকল কথাই ইতিহাসে প্রকাশ পায়। গুহামানব জীবন থেকে আজকের এই ইন্টারনেট যুগের উন্নত সমাজ সবই ইতিহাসের বিবর্তন।
- প্রাচীন যুগের বহু জিনিসপত্র যেমন, সে আমলে ব্যবহার করা নানান আসবাব পত্র থেকে শুরু করে পোশাক, দলিল, নথিপত্র, চিঠিপত্র এমনকি খাদ্যাভাস ও বর্তমান যুগের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে ব্যবহার হয়।
- এখনকার ইতিহাসে কেবলই রাজ রাজাদের কাহিনি আলোচিত হয় না, বরং তাদের জীবনযাত্রার যে দিক গুলি বর্তমান সময়ে গোষ্ঠী মানুষের উন্নতিসাধন করতে পারে তাও লক্ষ্য করা হয়।

নতুন সামাজিক ইতিহাস

- নতুন সামাজিক ইতিহাসে কেবল মাত্র রাজা ও উচ্চবিত্তদের আলোচনা নয়, সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার কথা গুরুত্ব পায়।
- ১৯৬০ এর দশক থেকে **অ্যানাল গোষ্ঠীর** উদ্যোগে সমাজের সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা, ক্রিয়াকলাপ নিয়ে ইতিহাসে যে আলোচনা করা হয় তাকে নতুন সামাজিক ইতিহাস বলা হয়।
- ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে ভারতে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা শুরু করেন রঞ্জিত গুহা তাঁর **‘On Some Aspects of the Historiography of Colonial India’ গ্রন্থে**।
- আরো পরে সুমিত সরকার, দীপেশ চক্রবর্তী, গৌতম ভদ্র, পার্থ চ্যাটার্জী প্রমুখ ব্যাক্তিরা এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান। শুধুমাত্র সমাজ সংস্কারমূলক ইতিহাস

নয় খেলাধুলার ইতিহাস, খাদ্যাভাসের ইতিহাস, পোশাকের ইতিহাস প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ।

ইতিহাস চর্চায় খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন

- মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মানুষের খাদ্যাভ্যাস। মানুষের খাদ্য উৎপাদক সময়কাল থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের খাদ্যাভ্যাস নানান বিবর্তনের সাক্ষী।
- রাজ রাজাদের সময় (পাল বা সেন যুগে) রাজকীয় ঘরানার খাবার তৈরি হত। তারপর সুলতানি শাসন চালু হলে বাংলার খাদ্যাভ্যাস অনেকটাই বদলে যায়। পর্তুগিজদেরদের দ্বারা ভারতে **আলুর চাষ প্রচলিত হয়** এবং এই দেশের গোলমরিচ সারা বিশ্বের কাছে ছড়িয়ে পড়লে রন্ধন প্রণালীতে পরিবর্তন ঘটে।
- প্রাচ্যের দেশগুলিতে ওটস, কেক জাতীয় খাবারের প্রচলন ছিল। স্কটল্যান্ডকে কেকের দেশ ও বলা হয়। কিন্তু বঙ্গ জীবনের রসগোল্লা, মিষ্টান্ন ছিল সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। খাদ্য চর্চার ইতিহাসে রিয়াই টান্নাহিল এর 'ফুড ইন হিস্ট্রি', তপন রায়চৌধুরীর মোগল আমলের খানাপিনা' প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাস চর্চায় খেলাধুলার প্রভাব

- কোন জাতির পরিচয় ঘটে সেই জাতির খেলাধুলার মাধ্যমে। এই খেলাধুলাকে কেন্দ্র করেই কখনো সাম্প্রদায়িকতার ঝড় উঠেছে আবার কখনো সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে।
- বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে মেলবন্ধনের মাধ্যম রুপে কাজ করে খেলাধুলা। তাই সমাজ সংস্কৃতির ইতিহাসে খেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
- প্রাচীন গ্রিসের অলিম্পিয়া নগরীতে প্রথম অলিম্পিক গেমস চালু হয় এবং তারপর থেকেই ইংল্যান্ডে ক্রিকেট খেলা শুরু হয়। আজ ক্রিকেট জগত বিখ্যাত।১৯৮৯ সালে প্রথম ইন্টার ন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল গঠিত হয়।

- গৌতম ভট্টচার্জের **‘বাপি বাড়ি যা’** এবং কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর **‘খেলা যখন ইতিহাস’** গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাস চর্চায় পোশাক-পরিচ্ছদের ভূমিকা

- পোশাক মানুষের রুচির পরিচায়ক। আত্মসচেতনতার নিদর্শন স্বরুপ পোশাক ব্যবহার হয়। দেশ ভেদে তথা রাজ্য ভেদে মানুষের পোশাকের পরিবরতন লক্ষ্য করা যায়। পোশাক নির্বাচন দেশের জলবায়ুর ওপরও কিছুটা নির্ভরশীল।
- চীনের মানুষের পোশাক থেকে বোঝা যায় তারা রেশম তৈরির কৌশল রপ্ত করেছিল। এমনকি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বাসিন্দার পোশাকে পার্থক্য রয়েছে।
- বাংলায় বহু প্রাচীন কাল থেকেই মেয়েদের শাড়ী পরার রীতি প্রচলিত ছিল। তবে সেই শাড়ীর কায়দা ছিল ভিন্ন। বর্তমানে যেভাবে শাড়ী পরা হয় তা **ব্রোমাহিকা পদ্ধতি** নামে পরিচিত যার প্রচলন ঘটেছিল **জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে।** বিয়ের পোশাকের ক্ষেত্রেও নানান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।
- কার্ল কোহলারের **‘পোশাকের ইতিহাস ‘**, মাইকেল ডেভিসের **‘আর্ট অব ড্রেস ডিজাইনিং‘** প্রভৃতি পোশাক সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য বই।

ইতিহাস চর্চায় শিল্প

প্রাচীন সময়কাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত যে বিষয়টি অপরিবর্তনশীল তা হল শিল্প। কোন জাতি সাংস্কৃতিক দিক থেকে কত পরিপূর্ণ তা জানা যায় শিল্পের মাধ্যমে। শিল্পের বিভিন্ন ভাগ রয়েছে, যেমন:

ইতিহাস চর্চায় সঙ্গীত

ভারতে সঙ্গীতের প্রচলন সেই প্রাচীন কাল থেকেই। আমির খসরুকে **কাওয়ালী জনক** বলা হয়। মোগল আমল থেকে শুরু করে বাংলার পল্লী গান সকল ক্ষেত্রেই নানা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসচর্চায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল-

1. রাজকুমার-এর এসেজ অন ইন্ডিয়ান মিউজিক
2. প্যাট্রিক মৌতালের কম্পারেটিভ স্টাডি অব হিন্দুস্তানি রাগাস প্রভৃতি
3. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গীতচিন্তা,
4. সুকুমার রায়ের বাংলা সঙ্গীতের রুপ,
5. দিলীপ কুমার রায়ের সাঙ্গীতিকা,
6. মান্না দে-র লেখা আত্মজীবনী ‘জীবনের জলসাঘরে’ সংগীতের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

ইতিহাস চর্চায় নৃত্য

নৃত্য শিল্পচর্চার একটি অন্যতম অংশ হল নৃত্যকলা। বহুকাল আগে থেকেই ভারতীয় নৃত্যকলা পাশ্চাত্যের কাছে সমাদৃত হয়েছে।

ভারতের বিভিন্ন স্থানের নাচে বিভিন্নতা দেখা যায়, তামিলনাড়ুর ভারতনাট্টম, উত্তর ও পশ্চিম ভারতের কথক, কেরালায় কথাকলি ও মোহিনীয়াট্যম, অন্ধ্রপ্রদেশে কুচিপুরি, পূর্বভারতের ছৌ প্রভৃতি নৃত্যধারা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

নৃত্যকলায় পণ্ডিত বিরজু, উদয় শংকর রুক্মিণী দেবী, অমলা শঙ্কর, প্রমূখ বহু ভারতীয় সারা বিশ্বের খ্যাতি অর্জন করেছেন।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল -

1. গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়ের **ভারতের নৃত্যকলা**
2. আকৃতি সিনহার **লেটস নো ডান্সেস অফ ইন্ডিয়া**
3. রাগিনী দেবীর **ডান্স ডায়ালেট অফ ইন্ডিয়া** প্রভৃতি

ইতিহাস চর্চায় নাটক

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে ইউরোপের পাশাপাশি ভারতে তথা বাংলায় নাট্যচর্চার বিস্তার ঘটে। এদেশে জাতীয়তাবাদের প্রসারও ঘটে নাটকের মধ্য দিয়ে। বাংলা

নাট্যচর্চায় মধুসূদন দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শিশির ভাদুড়ী, শম্ভু মিত্র প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

নাট্যচর্চাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলেন **ভারতীয় গণনাট্যের** সদস্যরা যেমন- **পৃথ্বীরাজ কাপুর, ঋত্বিক ঘটক, উৎপল দত্ত, বিজন ভট্টাচার্য, সলিল চৌধুরী প্রমুখ।**

এ বিষয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল-

1. আশুতোষ ভট্টাচার্যের **বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস**,
2. সত্য জীবন মুখোপাধ্যায় **দৃশ্যকাব্য পরিচয়** প্রভৃতি

ইতিহাস চর্চায় চলচ্চিত্র

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে বিনোদনের সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হল চলচ্চিত্র। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম নির্বাক ছবি **‘রাজা হরিশচন্দ্র** দাদাভাই ফালকে পরিচালনা করেন।

পরবর্তীকালে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেনের মতো বিশিষ্ট চিত্র পরিচালকদের আগমন ঘটে। চলচ্চিত্র ইতিহাসে **পথের পাঁচালি**, **হিরক রাজার দেশে** এক একটি মাইলস্টোন।

এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ গুলি হল-

1. সত্যজিৎ রায়ের **‘একেই বলে শুটিং’ ও ‘বিষয় চলচ্চিত্র’**
2. ঋত্বিক ঘটকের **’চলচ্চিত্র, মানুষ এবং আরো কিছু’**
3. তপন সিংহের **‘চলচ্চিত্র আজীবন’** প্রভৃতি গ্রন্থের নাম.

ইতিহাস চর্চায় স্থাপত্যের ভূমিকা

অতীতকালের বিভিন্ন স্থাপত্য ইতিহাস স্মৃতির বাহক।

1. আগ্রার **‘তাজমহল’**
2. দিল্লির **‘বাহাই লোটাস টেম্পল’**

3. গুজরাটের **‘গোদাল প্রাসাদ’**

4. হরিয়ানার **‘পদম্‌ প্রাসাদ’**

5. বাংলার পাহাড়পুরে **‘সোমপুর মহাবিহার’**

6. গৌড়ে **‘বড়ো সোনা মসজিদ’** ও **‘ছোটো সোনা মসজিদ’**

7. মুর্শিদাবাদে **‘হাজার দুয়ারী প্যালেস'**

8. ঢাকায় **‘ঢাকেশ্বরী মন্দির'**

9. চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড় বিষ্ণুপুর

10. কালনা-সহ বহু মন্দির-অট্টালিকা প্রভৃতি এদেশের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন।

ব্রিটিশ আমলের ‘ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ’ ‘হেস্টিংস হাউস, 'এশিয়াটিক সোসাইটি' (১৭৮৪ খ্রি.), টাউন হল' (১৮১৩ খ্রি.), ‘অক্টারলোনি মনুমেন্ট (১৮২৮ খ্রি.), ‘দক্ষিণেশ্বর কালিমন্দির (১৮৫৫ খ্রি.), ‘হাইকোর্ট (১৮৭২ খ্রি.), 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল’ (১৯২১ খ্রি.) প্রভৃতি হল কলকাতার উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন।

ইতিহাস চর্চায় দৃশ্যশিল্পের প্রভাব

ছবি আঁকার ক্ষেত্রে প্রভাব

ছবি আঁকার প্রচলন সেই প্রাচীনকাল থেকেই। মানুষ পাহাড়ের গায়ের দেওয়ালে, এমনকি পুথিপত্রেও ছবি আঁকত। ভারতে সুলতানি, চোল, বিজয়নগর, মোগল আমলে দরবারি চিত্রকলার প্রকাশ ঘটে।

পঞ্চদশ শতকে ইতালিতে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, রাফায়েল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের চিত্র ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক বাংলায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, যামিনী রায় প্রমুখ ভারতীয় চিত্রকলা বিশ্ব ইতিহাসে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দিয়েছে।

এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল-

1. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘**বাগেশ্বরী প্রবন্ধমালা**,

2. অশোক মিত্রের ‘**ভারতের চিত্রকলা**’,

3. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ’**চিত্রকলা**‘ প্রভৃতি।

ফোটোগ্রাফির প্রভাব

- আধুনিক সময়ে চিত্রের পরিবর্তে ফোটোগ্রাফির চল খুবই বেশি। আলেকজান্ডার ওয়ালকট ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ক্যামেরা আবিষ্কারের পর ভারতে ফোটো তোলার যন্ত্রপাতি আসে ১৮৫০-এর দশকের গোড়ার দিকে।
- তারপর মন্বন্তর, নৌবিদ্রোহ, দাঙ্গা, দেশভাগ প্রভৃতির বিভিন্ন ফোটোগ্রাফ ইতিহাসচর্চায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
- বর্তমানে ফোটোগ্রাফির ইতিহাসচর্চায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল— জন ওয়েড-এর ‘এ শর্ট হিস্ট্রি অব দ্য ক্যামেরা, আর ডগলাস নিকেলের ‘হিস্ট্রি অব ফটোগ্রাফি প্রভৃতি।

ইতিহাস চর্চায় যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যাবস্থার অবদান

- কোনো জাতির জীবনধারার ধরন নির্ভর করে যাতায়াত ব্যবস্থার উপর। যাতায়াতের তিনটি মাধ্যম হল স্থলপথ, জলপথ এবং আকাশ পথ। তবে আধুনিক যুগের মানুষ বিভিন্ন যান্ত্রিক যানবাহন ব্যবহার করছে।
- ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে ট্রামের সুচনা হয় এরপর থেকেই ইউরোপে ও আমেরিকার বিভিন্ন শহরে ট্রামগাড়ির সূত্রপাত ঘটে।
- কলকাতায় ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে **ঘোড়ায় টানা ট্রাম** এবং ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে **বৈদ্যুতিক ট্রামযাত্রা** শুরু হয়, এর ফলে বিভিন্ন শহরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে।

প্রাচীনকালের জল পথে যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম ছিল নৌকা, ভেলা, ডিঙি প্রভৃতি। **রাইট ভ্রাতৃদ্বয়** কর্তৃক এরোপ্লেন আবিষ্কার করার পর আকাশপথে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক অগ্রগতি ঘটে।